এইচএসসি পরীক্ষা আজ শুরু

সংবাদ : নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

| ঢাকা , সোমবার, ০১ এপ্রিল ২০১৯

আজ শুরু হচ্ছে এইচএসসি ও সমপর্যায়ের পরীক্ষা। প্রথমদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত বাংলা প্রথমপত্র পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এবার এই পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ১৩ লাখ ৫১ হাজার ৫০৫ পরীক্ষার্থী। পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসসহ সব ধরনের অব্যবস্থাপনা রোধে ইতোমধ্যে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার।

পরীক্ষাকে নির্বিঘœ করতে কোচিং সেন্টার বন্ধসহ অন্তত ২২ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে প্রশ্ন ফাঁসের গুজবে কান না দিতে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

প্রশ্ন ফাঁসসহ নানা অপকর্মে কোচিং সেন্টারের সম্পৃক্ততার প্রেক্ষাপটে পরীক্ষার সময় আজ থেকে ৬ মে পরীক্ষার শেষ পর্যন্ত সারাদেশে সব ধরনের কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। এই নির্দেশনা অমান্য করলে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

এবার গত বছরের চেয়ে পরীক্ষার্থী বেড়েছে ৪০ হাজার ৪৮ জন। এবার মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে

ছয় লাখ ৬৪ হাজার ৪৯৬ জন ছাত্র, বাকি ছয় লাখ ৮৭ হাজার ৯ জন ছাত্রী।

১১ মে পর্যন্ত হবে এইচএসসির তত্ত্বীয় পরীক্ষা। আর ১২ থেকে ২১ মের মধ্যে ব্যবহারিক পরীক্ষা হবে। এবার দুই হাজার ৫৭৯টি কেন্দ্রে ৯ হাজার ৮১টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী দ্বাদশ শ্রেণীর এই চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। গতবারের চেয়ে এবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেড়েছে ১১৮টি, কেন্দ্র বেড়েছে ৩৮টি।

এইচএসসিতে এবার আটটি সাধারণ বোর্ডের অধীনে ১১ লাখ ৩৮ হাজার ৭৪৭ জন, মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে আলিমে ৮৮ হাজার ৪৫১ জন, কারিগরি বোর্ডের অধীনে এইচএসসি বিএম'এ এক লাখ ২৪ হাজার ২৬৪ জন এবং ডিআইবিএসে ৪৩ জন পরীক্ষা দেবে। ঢাকার বাইরে এবার বিদেশের আটটি কেন্দ্রে ২৭৫ শিক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নেবে, এর মধ্যে ১২৭ জন ছাত্র, ১৪৮ জন ছাত্রী।

পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশ করে নির্ধারিত আসনে বসতে হবে। অনিবার্য কারণে কোন পরীক্ষার্থীর দেরি হলে রেজিস্ট্রারে নাম, ক্রমিক নম্বর ও দেরির কারণ উল্লেখ করতে হবে। দেরিতে আসা পরীক্ষার্থীদের তালিকা প্রতিদিন কেন্দ্র সচিব সংশ্লিষ্ট বোর্ডকে পাঠাবেন। কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়া অন্য কেউ পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল ফোন বা অননুমোদিত ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করতে পারবে না।

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এমন একটি ফোন ব্যবহার করবেন, যা দিয়ে ছবি তোলা বা ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায় না। ট্রেজারি বা থানা থেকে প্রশ্নপত্র গ্রহণ ও পরিবহন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-শিক্ষক-কর্মচারীরাও কোনো ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। প্রশ্নপত্র বহনের কাজে কালো কাচের মাইক্রোবাস বা এ ধরনের কোন যানবাহন ব্যবহার করা যাবে না। কোন সেটের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়া হবে তার কোড পরীক্ষা শুরুর ২৫ মিনিট আগে এসএমএসের মাধ্যমে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জানিয়ে দেয়া হবে।

এছাড়া পরীক্ষা চলাকালীন কেন্দ্রে ২০০ গজের মধ্যে শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীদের মোবাইল ফোনের সুবিধাসহ ঘড়ি, কলমসহ ইলেট্রনিক্স ডিভাইজ ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকবে। প্রশ্নপত্র ছাপান্যের সঙ্গে স¤পৃক্ত বিজি প্রেসের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে গোয়েন্দা নজরদারিতে রাখতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।